তারিখ 03 FEB 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

সংবাদ

সাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে হবে অতিরিক্ত অর্থ

রাকিব উদ্দিন

নতুন বেতন কাঠামোর অজুহাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা অতিরিক্ত টিউশন ফি ও বর্ধিত বেতন ফেরত দিতে হবে রাজধানীর সাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। ভর্তি নীতিমালা লঙ্ঘন করে আদায় করা বাড়তি অর্থ ফেরত দিতে না পারলে তা মাসিক বেতনের সঙ্গে অবশ্যই সমন্বয় করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় আদায় করা অর্থ ফেরত না দিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি নীতিমালা-২০১৬ এবং এ সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের নির্দেশনার আলোকে অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিবে মন্ত্রণালয়।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আজ সকাল ১১টায় মন্ত্রণালয়ের কঠোর অবস্থান তুলে ধরবেন। তিনি সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) করা একটি তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে অভিযুক্ত সাতটি প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা বাড়তি অর্থ ফেরতের সময় বেঁধে দিবেন বলে জানা গেছে।

নতুন পে স্কেলের অজুহাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভর্তি ফি ও বেতনসহ অন্য খাতে ইচ্ছেমতো টানা অর্থ আদায়ের প্রমাণ পাওয়া গেছে রাজধানীর সাতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। গত সপ্তাহে মাউশির তৈরি একটি তদন্ত প্রতিবেদনে এ প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এমপিওভুক্ত সাতটি প্রতিষ্ঠান অষ্টম বেতন কাঠামোর অনুসারে নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির অজুহাত তুলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি, বেতন ৪০ শতাংশ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রমাণ পেয়েছে মাউশি। তদন্তে পে স্কেলের সঙ্গে সমন্বয় করে আংশিক এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বেতন-ফি নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে সাত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

সাত : শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নতুন বছরের শুরুতে রাজধানীর বেশকিছু প্রতিষ্ঠানে ইচ্ছেমতো ভর্তি আদায় ও টিউশন ফি বাড়ানো হয়। এর প্রতিবাদে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতন, ফি'সহ সব শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ে অস্থিরতা শুরু হয়। চলে তীব্র আন্দোলন। এরপরই তদন্তে নামে শিক্ষা প্রশাসন। শিক্ষা অধিদফতরের তদন্তে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুল, মোহম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মিরপুর পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ মিলেছে। এছাড়াও বিয়াম স্কুল অ্যান্ড কলেজ, স্কুল অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জুনিয়র ল্যাবরেটরি হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও ইচ্ছেমতো ভর্তি ফি আদায় ও বেতন বৃদ্ধির অভিযোগ ওঠে।

এ বিষয়ে তদন্তের দায়িত্বে থাকা মাউশির উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক) একেএম মোস্তফা কামাল সংবাদকে বলেন, 'আমরা সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সাতটি প্রতিষ্ঠানের ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছি। এ বিষয়ে কিছু সুপারিশও করেছি। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া যায় সেটা মন্ত্রণালয়ই সিদ্ধান্ত নিবে।'

মাউশির তদন্তে রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীর ভর্তি ফি, বেতনসহ সব শিক্ষা ব্যয় প্রায় ৪৩ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রমাণ মিলেছে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধেও। এই প্রতিষ্ঠানে বাংলা মাধ্যমে ৮৭ শতাংশ এবং ইংলিশ ভার্সনে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত বেতন-ফি বৃদ্ধির প্রমাণ মিলেছে। তবে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে বেতন-ফি বৃদ্ধির পরিমাণ নামি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে কম। আইডিয়ালে বেড়েছে ৪ থেকে ১২ শতাংশ শিক্ষা ব্যয়।

এছাড়া উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণীভেদে ৫০ শতাংশ থেকে ১০০ ভাগ বেতন-ফি বাড়ানো হয়েছে। মোহম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলে বাড়ানো হয়েছে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত। মিরপুর পুলিশ স্মৃতি কলেজে ৩৭ থেকে ৪৩ শতাংশ। এছাড়া অভিযুক্ত অন্য প্রতিষ্ঠানের তথ্যও অধিদফতর সংগ্রহ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বেতন-ফি বাড়িয়েছে।

এ বিষয়ে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর এলিয়াছ হোসেন সংবাদকে বলেন, 'তদন্তে প্রমাণ পাওয়ার পরপরই পরিপত্র জারি করে এসব প্রতিষ্ঠানে বাড়তি ফি ও বেতন আদায় বন্ধ করা হয়েছে।'

শাস্তির বিষয়ে মাউশি কর্মকর্তারা বলেন, প্রথমত বর্ধিত টাকা ফেরত দিতে হবে। সরকার চাইলে অধ্যক্ষের এমপিও বন্ধ এমনকি প্রতিষ্ঠান প্রধানরা বরখাস্ত হতে পারে। কারণ এর আগে রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও মিরপুর মনিপুর হাইস্কুলের কাছ থেকে অবৈধভাবে আদায় করা বাড়তি অর্থ শিক্ষার্থীদের ফেরত দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। তিন প্রতিষ্ঠানের প্রধান এমপিও স্থগিত করা হয়েছিল। এবারও সেই শাস্তিই হতে পারে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে অভিভাবকদের তীব্র আন্দোলনের মুখে সব স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মাসিক বর্ধিত বেতন ও ফি আদায় বন্ধের নির্দেশ দেয়। মন্ত্রণালয় আদেশে বলা হয়, 'সরকারের নির্দেশনা ছাড়াই বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে মাসিক বেতন ও অন্য ফি আদায় করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা অনুযায়ী সরকারের নির্দেশনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদকে বেতন ও ফি'র হার নির্ধারণ করতে হবে।'

এ প্রেক্ষাপটে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বর্ধিত বেতন ও অন্য ফি আদায় বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়া হয়। বেতন-ফি নির্ধারণের বিষয়ে সরকার শীঘ্রই নির্দেশনা দেবে বলে আদেশে উল্লেখ করে মন্ত্রণালয়।